"রজনী" উপন্যাসটির 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য।

উত্তর:-

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশ	গ্রন্থাকারে প্রকাশ
① "রজনী"-র প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন হারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	① "রজনী"-র প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন - শ্রী রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য বারো আনা।
② ১২৮১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত "রজনী" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৮২ এর জ্যৈষ্ঠ — শ্রাবণ পর্যন্ত রজনীর ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ ছিল।	② ১২৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। 1877 খ্রিষ্টাব্দের 2nd June এই ১ম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল - 122. ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় - 1881 এর 26 Feb. পৃষ্ঠা - 121. ৩য় সংস্করণ - 1887, পৃষ্ঠা - 162. এটিই গ্রন্থপাঠ।
③ হীরালাল শচীন্দ্রকে বলেছে - "রজনী কোথায় আছে, আমি জানি কিন্তু বলব না।"	③ হীরালাল শচীন্দ্রকে বলেছে - "রজনী কোথায় আছে, জানি না।"
④ ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ — "এই কথা হইতেছিল এমত সময় এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে টলিতে চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে উঠিতে উঠিতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।"	④ বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত এই বিষয়টি পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে।
[illegible]র শিশু সংযোজন	
⑤ রজনী বলেছে - "ফুল দেখিতে বড় সুন্দর।"	⑤ রজনী বলেছে - "ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর।"
⑥ "রজনী"-র চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতার উক্তিতে 'রজনি' বানানে 'ই' কার ব্যবহৃত হয়েছে।	⑥ 'রজনী' বানানে 'ঈ' কার ব্যবহৃত হয়েছে।
⑦ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 'অমরনাথ' বানানে 'অমর' ও 'নাথ' আলাদা আলাদা ছাপা হয়েছে।	⑦ অমরনাথ একসঙ্গে ছাপা হয়েছে।
উপন্যাস; ১ম খণ্ড:-	রজনীর কথা; ১ম খণ্ড:-
⑧ রজনী বলেছে- "পিতামাতা উভয়েই আমাদিগের মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন"	⑧ রজনী বলেছে- "পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।"
⑨ রজনী বলেছে — "আমি বলিব না।"	⑨ রজনী বলেছে - "আমি এখন বলিব না।"
⑩ পুরুষ-	⑩ পুরুষই
⑪ অতুচ্ছ	⑪ অতি তুচ্ছ
⑫ মনুমেণ্ট মাহিতী	⑫ মনুমেণ্টমাহিতী।
⑬ সম্মুখ	⑬ সম্মুখ।
⑭ ফ্যানেল	⑭ ফ্লানেল।

(১৪) সদানন্দের নাম ডাকিল

(১৫) আমি ভাবিতাম 'দুজনেই'।

(১৭) লবঙ্গ বলিলেন — "কিলো কানী।"

(১৮) প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমেই বলা হয়েছে — "তোমরা আমার গল্প শুনিতে বসিয়াছ কেন? আমার এ গল্পে রাজা নাই - রাজপুত্র নাই, বীরপুরুষ নাই - যুদ্ধ নাই - চোর ডাকাতি নাই, লড়াই নাই - খুন জখম নাই। অতি দীন দুঃখিনীর দুঃখের কথা। দুঃখিনী অতি সামান্য। তাহার সামান্য - কেবল দুঃখ অসামান্য। তবে শুনিবে কি? রসিক রসিকেরা অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অন্যত্র রসানুসন্ধান করুন। আমার দুঃখ আমারই থাক।"

(১৯) আর—

(২০) কিন্তু লোক সাহায্যের অভাবে মরিয়া গেল।

(২১) আমি সম্মত হইলাম। এরপর কোনো বিরতি চিহ্ন নেই।

(২২) রাত্রি প্রভাত হইলে।

(২৩) ১ম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে — "আমি এখনই হীত হইলাম ..... তাহারই অনুবাদ নিম্নে অর্পিত হইল বাঙ্গালী।" রজনী বলেছে ⟶

(২৪) মরিলেই ভাল হইত। তাহার পর জীবন পাইয়া যে অনেক কথা শুনিলাম তাহা শুনার অপেক্ষা মরাই ভাল ছিল। একদিন শুনিতে হইল যে, শ্রীরামসদয় মিত্রের গৃহিণী শচীন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে আমি তাহার প্রণয়ে বশবর্তিনী হইয়া কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম।

(২৫) অত্যধিক 'ঈ' কারের প্রয়োগের প্রবণতা 'রজনী' বর্ণনায় 'ঈ' কারের প্রয়োগ হয়েছে, যেমন — "ধীরে, ধীরে রজনি ধীরে, ধীরে ধীরে আমার এই হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ।"
⟶ তবে এই পরিবর্তনগুলো পাঠকের কাছে ধরা যায় না।

(১৫) রামসদয়ের নাক ডাকিল।

(১৬) আমি ভাবিতাম উভয়ত:

(১৭) লবঙ্গ বলিলেন - কি লো কানী।"

(১৮) প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই অংশটি প্রারম্ভে পরিত্যক্ত/বর্জিত হয়েছে।

(১৯) আবার — ।

(২০) কিন্তু, অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট কানাকানি আরম্ভ করিল।

(২১) আমি সম্মত হইলাম। এরপর * * * — এখানে বিরতি চিহ্ন আছে।

(২২) রাত্রি প্রভাত হইলে।

(২৩) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে এই অংশটি বর্জিত হয়েছে।

(২৪) প্রথমাংশে ও প্রকাশ সময় এই অংশটি সম্পূর্ণ বর্জিত।

(২৫) রজনী, বানানে কোনোরকম অসঙ্গতি নেই।

(Next page)

③ নং point :- বর্তমান নাটকের প্রথমাংশে যখন হীরালাল সাবিত্রীকে বলেছে— 'রজনী, তোমায় আমি, আমি জানি কিছু বলব না'। আবার প্রসঙ্গক্রমে প্রথমাংশে যখন ঐ হীরালাল ঐ সাবিত্রীকে বলেছে— 'রজনী, তোমায় আমি জানি না' বাক্যটিতে এই বদলে পাঠকের কৌতূহল তৈরি হলেও ঘটনাবলীর তা কিছু নয়। হীরালাল চরিত্রটির নীতিগুলিই এই পরিবর্তন ঘটেছে। আসলে, হীরালাল যে প্রকৃতির চরিত্র তাতে তার পক্ষে 'রজনী তোমায় আমি জানি, কিছু বলব না' বলার মতো সাহস স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তার মতো অত্যাচারী বীর স্বামীর কাছে এসব কথা পাত্রে তোলার যোগ্য নয়। 'রজনী তোমায় আমি জানি না' বলাই স্বাভাবিক। চরিত্রটির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বাক্যাংশে এই সংলাপের পাঠান্তর গ্রহণ মনে হয়।